যুগান্তর

তারিখ 17 DEC 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

বিল না পাওয়ায় মুদ্রণকারীদের ক্ষোভ

বিনামূল্যের বই সরবরাহ বন্ধ

মুসতাক আহমদ

বিল না পেয়ে মুদ্রণকারীরা বিনামূল্যের পাঠ্যবই সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছেন। কয়েকদিন ধরে লাখ লাখ কপি বই ছাপা শেষে রাজধানীর বিভিন্ন প্রেসে পড়ে আছে। বেসরকারি হিসাব অনুযায়ী শুক্রবার পর্যন্ত ৩৫ শতাংশ বা সাড়ে ১২ কোটি বই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঠানো সম্ভব হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে নতুন বছরে শিক্ষার্থীদের হাতে পুরো সেট বই তুলে দেয়া নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। খোদ মুদ্রণকারীরা এ ঘটনাকে 'মহাসংকট' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

এখনও পাঠানো হয়নি সাড়ে ১২ কোটি বই

এনসিটিবি প্রায় ২শ' কোটি টাকা বাজেট কম দিয়েছে

তবে পাঠ্যবই ছাপা কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এর সব কিছুই অস্বীকার করেছে। সংস্থাটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা শুক্রবার রাতে যুগান্তরকে বলেন, বই সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আছে। প্রতিদিনই বিভিন্ন প্রেস থেকে প্রত্যন্ত এলাকায় বই যাচ্ছে। তিনি বলেন, বিল পরিশোধে কোনো সমস্যা নেই। যারা বই ছাপানো শেষ করেছে, বিল দাখিল করলেই পাচ্ছে। কাজ শেষ না করে তো কেউ বিল পাবে না। এনসিটিবিতে বাজেট আসে ধাপে ধাপে। সমস্যা থাকলে সংশোধিত বাজেটে অর্থ আসবে। কেউ বিল বঞ্চিত থাকবে না।

তবে এনসিটিবি চেয়ারম্যানের সঙ্গে একমত নন মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি তোফায়েল খান। তিনি বলেন, এনসিটিবি এবার বই ছাপা কাজের বাজেট তৈরিতে ভুল করেছে। প্রয়োজনের চেয়ে সরকারকে ১৯৬ কোটি টাকার কম বাজেট দিয়েছে। এ কারণে এখন তারা মুদ্রণকারীদের বিল দিতে পারছে না। সংশোধিত বাজেট আসবে আগামী জুনের পর। ততদিন ঠিকাদাররা বিলের জন্য অপেক্ষা করবে না।

তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এনসিটিবি কর্মকর্তাদের ভুলের কারণে খেসারত দিচ্ছেন মুদ্রণকারীরা। বিভিন্ন পর্যায়ে বই আটকে গেছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে বাঁধাইখানা। বিল না দেয়ায় বাঁধাইখানা থেকে অনেকে বই ডেলিভারি নিতে পারছেন না। এই ফাঁকে বাঁধাইখানায় ঢুকে যাচ্ছে নোট-গাইড। তারা বেশি রেট দেয়ায় বোর্ডের বই বাঁধানো বন্ধ করে দিয়েছে কেউ কেউ। আবার কাগজ কিনতে না পেরে অনেকে বই ছাপা বন্ধ করে দিয়েছেন। যদিও কেউ কেউ ধারদেনা করে আংশিক বই ছাপিয়ে সরবরাহ করছে। কিন্তু ক্ষুদ্র পুঁজির মানুষের এটা বেশিদিন সম্ভব হবে না। এসব লোকরা টাকার জন্য ধরনা দিচ্ছেন এনসিটিবিতে। কিন্তু এনসিটিবি বিল দিতে পারছে না। ফলে শেষ মুহূর্তে যে হারে বই ডেলিভারি হওয়ার কথা ছিল, তা হচ্ছে না।

এদিকে সূত্র জানায়, শুক্রবার পর্যন্ত মাত্র ৬৫ শতাংশ বই সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষের জন্য ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার বই ও শিক্ষা উপকরণ ছাপানোর কথা। সেই হিসাবে সাড়ে ১২ কোটি বই-ই সরবরাহ সম্ভব হয়নি। সূত্র আরও জানায়, ভারতে ছাপা প্রাথমিকের এক কোটির বেশি বই এবং চীনে ছাপানো শিক্ষক নির্দেশিকা গাইড একটিও শুক্রবার পর্যন্ত দেশে পৌঁছায়নি। টেন্ডারের শর্ত অনুযায়ী আজকের মধ্যে মাধ্যমিকের শতভাগ বই সরবরাহের কথা। এনসিটিবি ঠিকাদারদের অর্থ ছাড় না দেয়ায় প্রায় ২ কোটি বই ছাপা আটকে গেছে। ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে এসএসসি ও দাখিল ভোকেশনালের (ট্রেড বই) ৯ লাখ ২১ হাজার ১১০টি বই সরবরাহের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তাও পূরণ হয়নি। ইবতেদায়ি ও দাখিলের ২০ শতাংশ বই ছাপা বাকি রয়েছে। এছাড়া প্রাক-প্রাথমিকের ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

বিনামূল্যের বই সরবরাহ বন্ধ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

৫টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় ছাপানো ২৪ হাজার ৬৪১ জন শিশুর জন্য ৫১ হাজার ৭৮২টি বইয়ের জন্য ৫ ডিসেম্বর দরপত্র আহ্বান করা হয়। কার্যাদেশের শর্তানুযায়ী পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে বই সরবরাহ করার নিয়ম রয়েছে। এ হিসেবে বাকি দিনের মধ্যে বই ছাপা শেষ করে উপজেলা পর্যায় পৌঁছানো নিয়ে শঙ্কা রয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের পাঠদানের জন্য ২৫ হাজার ৫শ' টিচিং ম্যাটারিয়াল (ফ্লি চার্ট, ফ্লাশ কার্ড, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ চার্ট) একই সঙ্গে টেন্ডার দেয়ায় এগুলোও নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ নিয়ে শঙ্কা রয়েছে। ফলে সব শিশুকে পুরো সেট বই হাতে দিয়ে আগামী ১ জানুয়ারি 'পাঠ্যপুস্তক উৎসব' করা নিয়ে শঙ্কা রয়েছে।

উল্লেখ্য, মোট বইয়ের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরের কাগজসহ ৯ কোটি ৭২ লাখ ৩৩ হাজার ৫৫৩টি বই ছাপার জন্য ৬৫ লটে ৩৮ জন ঠিকাদার কাজ পেয়েছেন। কাগজ ছাড়া ৭ কোটি ৯৫ লাখ ৯৬ হাজার ৮১৫টি বই ৪১ লটে ২৫৭ জন ঠিকাদার কাজ করছেন। ইবতেদায়ি ও দাখিলের ৫ কোটি ৭১ লাখ ৯৭ হাজার ৯৮৫টি বই ১৪৫ লটে ৭১ জন ঠিকাদার কাজ করছেন। কারিগরির ৬ লাখ ৯ হাজার ২১১টি বই, ব্রেইল পদ্ধতির ৯ হাজার ৭০৩টি বই ১৪ জন দেশীয় ঠিকাদার বই ছাপার কাজ পেয়েছেন। দরপত্র ব্যয় ধরা হয়েছে ৬১২ কোটি টাকা। এসব বই ছাপার জন্য মার্চ মাসে দরপত্র আহ্বান করা হয়। ২৩ জুলাই বই ছাপার জন্য কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী বই ছাপার জন্য ২০ লাখ মেট্রিক টন কাগজ কিনে ঠিকাদারদের সরবরাহ করবে এনসিটিবি। এছাড়া প্রাক-প্রাথমিকের এক কোটি এক লাখ ৫ হাজার ৮৩২ কপি এবং প্রাথমিকের (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন) ১০ কোটি ৫২ লাখ ৩৬ হাজার ৭৯৭ কপি ছাপার কার্যাদেশ দেয় এনসিটিবি। এর মধ্যে প্রাথমিকের ৯৮ লটের মধ্যে ১৬ লটে ১ কোটি ৮০ লাখ বই ছাপার কাজ পেয়েছে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। বাকি বই ছাপার কাজ পেয়েছে দেশীয় প্রতিষ্ঠান।